দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৫৪

জাল সার্টিফিকেট

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সম্প্রতি ঢাকা ভার্সিটি ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ৫ লাখ জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে। ঢাকার লালবাগ এবং কেরানীগঞ্জের কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রী ও মাস্টার্সের কয়েক শত জাল সার্টিফিকেট ও জাল সীলমোহর উদ্ধার করেছে। এছাড়া তিন ট্রাংক ভর্তি দুই লক্ষাধিক নম্বর ফর্দ, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপরাধীদের গ্রেফতার করে এবং জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করে পুলিশ অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ করেছে। পুলিশের সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য। তবে এই জাল সার্টিফিকেট উদ্ধারের,মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে চরম দুর্দশা প্রমাণিত হয়েছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া আমাদের পক্ষে কতখানি সম্ভব অথবা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে দেশে অনেক কথা বলা হয়। শিক্ষার পক্ষে একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। তা সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এখন পর্যন্ত কোন চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেনি। দেশের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু অধিক মানুষ এখনও পর্যন্ত শিক্ষাবঞ্চিত। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী বা মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার চিত্র আরও ম্লান। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সবই এখানে সীমিত। শিক্ষার মান সম্পর্কে সন্দেহ সব সময়েই আছে। তবে জাল সার্টিফিকেট সে সন্দেহকে আরও প্রকট করবে। দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশী শিক্ষার সার্টিফিকেট এখন হয়ত অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবে। তবে এ অবস্থা জাতির জন্য গৌরবজনক নয়। অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কি করা উচিত সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বোধ হয় দরকার।

কোন অবস্থার পরিবর্তন চাইলে সে অবস্থার উৎস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি বলে আমাদের ধারণা। শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক আছে, আবার প্রায়োগিক দিকও আছে। জ্ঞানই শক্তি এ ধরনের নীতিকথায় এখন সবাই আস্থা নাও রাখতে পারেন। জ্ঞান আহরণের জন্য যেমন শিক্ষা, তেমনি বাস্তব জীবনযাত্রাকে সুন্দর করার জন্যও শিক্ষা। কিন্তু যাই শেখা হোক তা সঠিকভাবে শিখতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সাধনার সম্পর্ক আছেই -- শিক্ষার চরিত্র যেমনই হোক।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর মানুষ সব কিছুই সহজে পেতে চায়। টাকা-পয়সা যেমন সহজে পাবার জন্য তারা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়, শিক্ষার্জনের জন্যও তেমনি। এই শ্রেণীর মানুষের মানসিকতার সুযোগ নিয়েই জাল সার্টিফিকেটের ব্যবসার মত জঘন্য ব্যবসা এ সমাজে গড়ে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করে।

আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব শিক্ষার। নকল ও অসত্যকে ঘৃণা করার মানসিকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে।